দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 APR 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ভুয়া ভর্তি নিয়ে তোলপাড়॥ ঢাবি উপরেজিস্ট্রারসহ বরখাস্ত দু'জন

মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ ক্রমাগত ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বের স্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া এখন চরম প্রশ্নের সম্মুখীন। তদন্তে একের পর এক ভুয়া ভর্তির ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে যেমন তোলপাড় চলছে, তেমনি ভুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার (শিক্ষা-২) একেএম মোজাম্মেল হক এবং লোক প্রশাসন বিভাগের অফিস সহকারী ইউনুস আকন্দকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে এই পর্যন্ত পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অবৈধ ভর্তি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ (১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ভুয়া ভাত নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

মিলল। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সূত্রমতে এসব ভুয়া শিক্ষার্থীর দু'য়েক দিনের মধ্যে সনদ বাতিল করে তাদের নামে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অনেকে এই ভুয়া ভর্তির জন্য বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়াকেই দায়ী করছে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়া পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সোমবার ২২ ভুয়া-শিক্ষার্থীসহ এ পর্যন্ত ৫২ ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। অভিযোগ লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ডিনের সই জালসহ নানা অবৈধ উপায়ে এসব শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি করা হয়।

এদিকে তদন্ত কমিটি তাদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আকম ইউসুফ হাওদার মঙ্গলবার দুপুরে উপাচার্যের কাছে এই রিপোর্ট প্রদান করেন।

মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় এতদিন এই কথা এক বাক্যে সবাই উড়িয়ে দিলেও এখন তা ভিত্তি পেতে শুরু করেছে। অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষার্থীদেরও এখন সন্দেহের চোখে দেখছে। চক্ষু লজ্জা উপেক্ষা করে অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসাই করছে ভর্তি ঠিক আছে তো। হঠাৎ এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হওয়ায় কর্তৃপক্ষের প্রতি শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

সূত্রমতে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগে। ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই একাধিক বিভাগে ক্লাস শুরু হয়ে যায়। এর মাঝেই বিভাগ পরিবর্তন ও ভর্তি প্রক্রিয়া চলে। পছন্দমতো বিভাগ না পাওয়ায় অনেক সময় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি বাতিল না করেই বিভাগ ছেড়ে চলে যায়। ফলে ওই আসনটি খালি থাকলেও অফিসিয়ালি তা পূর্ণই থাকে। এই সুযোগ নিয়ে ডিন অফিস ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়ে থাকেন। এই কাজ করতে গিয়ে তারা অনেক সময় সকল কাগজপত্র ঠিকভাবে করিয়ে দিতে পারেন না। যার ফলে নানা অসঙ্গতি থেকে যায়। তড়িঘড়ি করে তারা এই কাজ করতে গিয়ে ছাত্রীর নিবন্ধন নম্বরে ছাত্রের নাম বসিয়ে দিয়েছে। এমনকি পাহাড়ী-উপজাতি কোটায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়েছে। যার প্রমাণ ইতোমধ্যে মিলেছে। অর্থনীতি বিভাগে দুই শিক্ষার্থীর খোঁজ পাওয়া গেছে যাদের নাম ডিন অফিস থেকে পাঠানো হয়নি। এদের মধ্যে এক শিক্ষার্থীকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি দেখানো হয়েছে। অন্য শিক্ষার্থীর মনোনয়ন ফরমে ডিনের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। ভর্তির সময় তাদের যে মনোনয়ন ফরম দেখানো হয়েছে তাতে ডিনের স্বাক্ষর ও তারিখ নেই। সাধারণত ওই ফরমে ডিনের স্বাক্ষর ও তারিখ থাকে। জানা গেছে অর্থনীতি বিভাগের কর্মচারী বিমল বিশ্বাস ডিনের স্বাক্ষর জাল করে ওই ফরমে স্বাক্ষর দিয়েছে।

সূত্রমতে, এই অবৈধ ভর্তি কার্যক্রমে অনেক ছাত্রদল নেতাকর্মী জড়িত ছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় থাকায় তারা ওই অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম চালায়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রলোভন দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তাদের ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়।

অধ্যাপক সদরুল আমিন জনকণ্ঠকে বলেছেন, তদন্ত করে দেখা হয়েছে ডিন অফিস থেকে যে তালিকা বিভাগে পাঠানো হয়েছে সেখানে তাদের নাম নেই। এমনকি ডিন অফিসের মাস্টার্স শীট ও তলিয়উমেও তাদের নাম নেই।

প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আকম ইউসুফ হাওদার জনকণ্ঠকে বলেছেন, এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মূল পর্যন্ত যেতে আমাদের আরও সময় লাগবে। তবে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না।